প্রশ্ন : ১। 'সভ্য' বলতে আমরা কী বুঝি? —'অসভ্য', —এ কথার অর্থ কী? ৩

● **উত্তর** : 'সভ্য' কথাটি হল গুণ বাচক বিশেষণ। —সৌজন্য, শিষ্টাচার, সদ্ব্যবহার, দয়া, সহানুভূতি এবং বিপন্ন ও আর্তের সেবায় এগিয়ে যাওয়াই হল 'সভ্য' হওয়ার বিশেষ বিশেষ গুণ। —এই মানবিক গুণ যাঁদের আছে, তাঁরাই হল সভ্য মানুষ। এই মানবিক গুণ যে জাতির আছে, সেই জাতি হল, সভ্য জাতি।

❑ এই সব মানবিক গুণ যে মানুষ ও যে জাতির নেই, তাকে 'সভ্য' বলে বিবেচনা করা যায় না। —নিরাশ্রয়কে ও বিপন্নকে যিনি আশ্রয় দেন না, যেখানে সৌজন্য ও শিষ্টাচারের অভাব, ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্তকে যিনি 'দূর হ' বলে তাড়িয়ে দেন, সেই মানুষ বা সে জাতিকে 'অসভ্য' বলা যায়। 'অসভ্য' লোকেরা কোনো মানবিক গুণাবলির ধার ধারেন না।

প্রশ্ন : ২। আমেরিকার আদিম নিবাসী বলতে কাদের বোঝায়? —আমেরিকার 'য়ুরোপীয়' কারা? ২ + ২

● **উত্তর** : কলম্বাসের 'আমেরিকা' আবিষ্কারের আগে থেকেই আমেরিকা মহাদেশে যাঁরা বসবাস করে আসছিলেন, সেই আদিবাসী মানুষদেরই লেখক 'আমেরিকার আদিম নিবাসী' বলে বোঝাতে চেয়েছেন।

❑ আমেরিকা মহাদেশটি আবিষ্কৃত হবার পরে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে মানুষ দলে দলে গিয়ে ওই মহাদেশে বাস করতে থাকেন। —আমেরিকার 'ইউরোপীয়' বলতে লেখক তাদের চিহ্নিত করেছেন।

প্রশ্ন : ৩। 'ওরে পাপিষ্ঠ, তুই আমার আলয় হইতে দূর হ, আমি তোরে কিছুই দিব না।' —কে এই কথা বলেছেন? —কাকে বলেছেন? —এবং কোন্ প্রসঙ্গে বলেছেন? ১ + ১ + ৪

● **উত্তর** : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের লেখা 'সভ্য ও অসভ্য' শীর্ষক গল্পে আমেরিকার ইউরোপীয় লোকটি এই কথাটি বলেছেন।

আমেরিকার এক 'আদিম নিবাসী' জঙ্গলে শিকার করতে বেরিয়ে অনেক ঘোরাঘুরির পর ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় কাতর হয়ে পড়েছিলেন। —সন্ধ্যার সময় নিতান্ত অসহায় অবস্থায় জঙ্গলের কাছাকাছি

এক য়ুরোপীয়ের বাসস্থানে গিয়ে প্রাণ বাঁচানোর জন্য কিছু খাবার ও পানীয় জল চাইলেন। —এ ধরনের প্রার্থনায় 'য়ুরোপীয় মহাপুরুষটি' অত্যন্ত রেগে গিয়ে উদ্ধৃত কথাগুলি বলেছিলেন।

❑ বলেছিলেন আমেরিকার 'আদিম নিবাসী' শিকারী লোকটিকে।

❑ এখানে প্রসঙ্গটি ছিল 'আদিম নিবাসী'র খাওয়া ও তৃষ্ণার জলের জন্য প্রার্থনা। —ওই প্রার্থনায় বিরক্ত হয়ে তিনি ওই আদিম নিবাসী মানুষটিকে তাঁর বাড়ি থেকে দূর হয়ে যেতে বলেন। তিনি যে কিছুই দেবেন না, তা প্রশ্নে বলা ভাষা প্রয়োগ করে জানিয়ে দেন।